জোট সরকারের ৪ বছর

চট্টগ্রামবাসীর প্রাপ্তি প্রতিশ্রুতি আর ভিত্তিপ্রস্তর

এ কে আজাদ *চট্টগ্রাম থেকে*

চারদলীয় জোট সরকারের ৪ বছর অতিবাহিত। রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে বিএনপি ও শরিক দলগুলো এ উপলক্ষে মিছিল-সমাবেশ করলেও চট্টগ্রামের বিএনপি নেতাদের বরাবরই নীরব থাকতে দেখা গেছে। এর কারণ অনুসন্ধানে জানা গেছে, এই ৪ বছরে চট্টগ্রামে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়নি। বিএনপির জনৈক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, শহীদ জিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিএনপি করি। সফলতা-ব্যর্থতা যা-ই হোক, আগামী নির্বাচনে জনগণের কাছে যেহেতু ভোট চাইতে যেতে হবে, সেহেতু জোট সরকারের ৪ বছর পূর্তি উপলক্ষে মিছিল-সমাবেশ করে তাদের খেপিয়ে তুলে লাভ কী!

জোট সরকার চট্টগ্রামের উন্নয়নের ব্যাপারে বরাবরই উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছে। অথচ জনগণ গত সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রামের ১৫টি আসনের মধ্যে ১৩টি উপহার দিয়েছে তাদেরকে।

চারদলীয় জোটের প্রধান বেগম খালেদা জিয়া ২০০১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বোয়ালখালী ও বহদ্দারহাটের নির্বাচন-পূর্ব বিভিন্ন পথসভা ও জনসভায় বলেছিলেন, এবার ক্ষমতায় গেলে অগ্রাধিকারভিত্তিতে কর্ণফুলীর ওপর তৃতীয় সেতু নির্মাণ করবো। কিন্তু সরকার গঠনের চার বছর কেটে গেলেও সেই সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণ ছাড়া আর কিছুই হয়নি। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বন্দরনগরীতে কম্পিউটার পল্লী ও গার্মেন্টস ভিলেজ হবে। চট্টগ্রামকে পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যিক রাজধানী করা হবে। এমনকি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় যোহরা পানি প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, পর্যটন কর্পোরেশন মাধ্যমে পাঁচতারা মানের হোটেল নির্মাণ, নাছিরাবাদ মহিলা পলিটেকনিক কলেজ ও চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব ভবন নির্মাণের। কিন্তু এগুলোর অবস্থাও তৃতীয় কর্ণফুলী সেতুর মতোই। কবে হবে কেউ জানে না। ২০০৪ সালের ১৯ এপ্রিল চট্টগ্রামে আউটার স্টেডিয়ামের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পুনরায় ঘোষণা করেন, জোট সরকারের আমলেই তৃতীয় কর্ণফুলী সেতুর নির্মাণকাজ শেষ হবে। জনসভার ঘন্টাখানেক আগে তিনি জরাজীর্ণ দ্বিতীয় কর্ণফুলী সেতুর পাশে তৃতীয় কর্ণফুলী সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু এসব ভিত্তিপ্রস্তরেই সীমাবদ্ধ। ২০০১ সালের ২৫ ডিসেম্বর তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু বাস্তবায়ন প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদন করা হয়। এর পর থেকে ঝুলে আছে পুরো প্রকল্পটি। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আগামী দুই বছরের আগে তৃতীয় কর্ণফুলী সেতুর নির্মাণকাজ শুরুর সম্ভাবনা কম। প্রকৌশলী আবদুল মোক্তাদির বলেন, কবে নাগদ এ সেতুর নির্মাণকাজ শুরু হবে তা আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে পারবো না। এটা নির্ভর করছে কুয়েত ফান্ডের সিদ্ধান্তের ওপর। কেননা, এ সেতু নির্মাণের অধিকাংশ অর্থ দেবে কুয়েত।

জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ১৬টি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকৃত প্রকল্পের মধ্যে ৫টি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চললেও বাকি ১১টি স্থবির হয়ে আছে। গত ৪ বছরে প্রধানমন্ত্রী ও স্থানীয় ৮ মন্ত্রী (বর্তমানে ৫ মন্ত্রী) চট্টগ্রামে উন্নয়নের নামে আশ্বাস-প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি শুনিয়েছেন। এখানে স্থাপন করা হয়েছে অসংখ্য ভিত্তিপ্রস্তর। কোনো প্রকল্পই এখনো আলোর মুখ দেখেনি। দক্ষিণ চট্টগ্রামসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামের একাংশের যাতায়াতের একমাত্র পথ তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু স্বপ্নের সেতুতে পরিণত হয়েছে। আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতির এক পর্যায়ে এ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলেও আজ পর্যন্ত এর কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকৃত প্রকল্পগুলো হচ্ছে- মদুনাঘাট পানি সরবরাহ প্রকল্প নির্মাণ, যোহরা পানি শোধনাগার প্রকল্প দ্বিগুণকরণ, নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প, চট্টগ্রাম এশিয়ান মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক কলেজ, চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের নতুন ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প, চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল, মদুনাঘাট ব্রিজ নির্মাণ, পর্যটন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প, জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প, চট্টগ্রাম এমএ আজিজ স্টেডিয়ামের অসামাপ্ত কাজ সম্পন্নকরণ, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি কলেজের উন্নয়নকাজ, ফয়'স লেক উন্নয়ন প্রকল্প, কালুরঘাটে স্বাধীনতা ঘোষণার স্থানে শহীদ জিয়া স্মৃতি কমপ্লেক্স ও আদালত ভবন নির্মাণ প্রকল্প। এগুলোর মধ্যে গত ৪ বছরে মাত্র ৫টি প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও এখনো কোনোটিই সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি। যে ৫টি প্রকল্পের কাজ চলছে সেগুলো হচ্ছে- আদালত ভবন নির্মাণ প্রকল্প, নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প, ফয়'স লেক উন্নয়ন প্রকল্প, মদুনাঘাট ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প ও কালুরঘাটে শহীদ জিয়া স্মৃতি কমপ্লেক্স নির্মাণ।

বাণিজ্যিক রাজধানী

তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু বাস্তবায়নের পাশাপাশি চট্টগ্রামবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বন্দরনগরীকে সত্যিকার অর্থে বাণিজ্যিক রাজধানীতে পরিণত করা। সংসদ নির্বাচনের আগে ২০০১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর বেগম খালেদা জিয়া লালদীঘির ময়দানে দেওয়া বক্তৃতায় ক্ষমতায় গেলে চট্টগ্রামকে পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যিক রাজধানী করার অঙ্গীকার করেন। এ জনসভায় তিনি চট্টগ্রামে আলাদা কম্পিউটার নগরী ও গার্মেন্টস পল্লী স্থাপন করারও ঘোষণা দেন। কিন্তু গত চার বছরে কম্পিউটার পল্লী ও গার্মেন্টস ভিলেজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কোনো প্রকল্পই গ্রহণ করা হয়নি। আগামী ১ বছরে এ প্রতিশ্রুতি পালনের কোনো সম্ভাবনা দেখছে না নগরবাসী।

অবশ্য চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানীতে পরিণত করতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. সা'দত হোসেনকে প্রধান করে কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি ব্যাংক ও বীমার সদর দপ্তর স্থাপনসহ মোট ১৬ দফা প্রস্তাব বাস্তবায়নের মাধ্যমে চট্টগ্রামকে ধাপে ধাপে বাণিজ্যিক রাজধানীতে উন্নীত করার সুপারিশ করে। কিন্তু সে সুপারিশ আদৌ বাস্তবায়ন হয়নি। সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী ও জেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এ সম্পর্কে ২০০০ কে বলেন,' বাণিজ্যিক নগরী হিসেবে চট্টগ্রাম ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। ব্যবসা বাণিজ্যের অনেক মাইগ্রেশন হয়েছে এখান থেকে।'

এ রকম অনেক ভিত্তিপ্রস্তর তৈরী হয়েছে গত চার বছরে, কিন্তু কাজ হয়েছে সামান্যই

কোরিয়ান ইপিজেড ও বিমান বন্দর

কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে ২ হাজার ৬০০ একর জমিতে কোরিয়ান ইপিজেড স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয় বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু বর্তমান সরকারের চার বছরের সময়কালেও এ প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুমোদন দেওয়া হয়নি। সম্প্রতি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কমিটিতে কেইপিজেডকে

'এমন কোনো অপরাধমূলক কাজ করিনি যে কারণে জনগণ আমাদের ভোট দেবে না'

আবদুল্লাহ আল নোমান
মৎস্য ও পশুসম্পদমন্ত্রী

সাপ্তাহিক ২০০০ : জোট সরকারের অঙ্গীকার ছিল চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানীতে রূপান্তর করা। কিন্তু সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে এলেও চট্টগ্রামবাসী তাদের প্রাণের দাবির প্রতিফলন পায়নি। এর কারণ কী?

আবদুল্লাহ আল নোমান : চট্টগ্রাম বাণিজ্যিক রাজধানী নিয়ে একটি বিভ্রান্তি আছে। বাণিজ্যিক রাজধানী আসলে জোট সরকারের অঙ্গীকার নয়। ১৯৯১ সালে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজের সামনে বিএনপির এক নির্বাচনী জনসভায় জনতা দাবি তুলেছিল চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী ঘোষণার। সেই প্রেক্ষাপটে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর লালদীঘি ময়দানে আমারই সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী ঘোষণা দেন। ১৯৯১-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত আমরা বাণিজ্যিক রাজধানী বাস্তবায়নের জন্য অবকাঠামো সৃষ্টি করেছি। চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তর করেছি, স্টক এক্সচেঞ্জ করেছি, ৭০১ কোটি টাকা ব্যয়ে বন্দরের আধুনিকায়নসহ কন্টেইনার টার্মিনাল করেছি, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের জন্য জমি বরাদ্দ দিয়েছি কিন্তু বর্তমান সরকার এই জায়গাটি যথেষ্ট নয় বলে তা বর্ধিত করা হয়েছে। ক্রীড়া ক্ষেত্রেও বর্তমান সরকার জেলা ও বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিকভাবে আধুনিকায়ন করেছে। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য আমরা চট্টগ্রামে শিক্ষা বোর্ড করেছি। পর্যটন শিল্পে গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য ফয়'স লেককে আধুনিকায়ন করেছি। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য শিপিং কর্পোরেশনের হেড অফিস এখানে রাখা হয়েছে। বন্দরের সমস্ত কার্যক্রম এখান থেকে হচ্ছে। পতেঙ্গা ইপিজেডের আরো গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য তৃতীয় জোনে বর্ধিত করা হয়েছে। ব্যাংক-বীমায় জিএম পোস্টিং এবং স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরকে আরো আধুনিকায়নের চেষ্টা চলছে। তার পরও অনেকে বলে, বাণিজ্যিক রাজধানী হয়নি। এটি তো রূপকভাবে চিন্তা করলে হবে না। বাণিজ্যিক রাজধানী বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলছে এবং অবকাঠামোগত যথেষ্ট উন্নয়ন হচ্ছে।

সাপ্তাহিক ২০০০ : জোট সরকার চট্টগ্রামের উন্নয়নে মৌলিক প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। তাছাড়া এসব উন্নয়ন চট্টগ্রামের আট মন্ত্রীসহ জোট সাংসদদের নির্বাচনী ওয়াদাও ছিল। এদিকে এ সরকারের বাকী সময়ে তা বাস্তবায়ন বা পূর্ণতা সম্ভবও নয় ঠিক এ মুহূর্তে আগামী নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চট্টগ্রামবাসীকে আর কী আশ্বাসের বাণী শোনাবেন?

আবদুল্লাহ আল নোমান : চট্টগ্রামে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে আমরা এমন কোনো ওয়াদা দিইনি যা অসম্পূর্ণ থাকছে। চট্টগ্রামে উন্নয়ন হয়নি তা সঠিক নয়। আমরা যদি হিসাব-নিকাশে যাই সেটা সঠিক প্রমাণিত হবে না। গত ৪ বছরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে যে উন্নয়ন হয়েছে তা আগের ৬ বছরেও হয়নি। শিক্ষা, চিকিৎসা ও ক্রীড়াসহ সব ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে। কর্ণফুলী সেতুটি বাকি আছে। কর্ণফুলীতে দুটি সেতু আছে। আসলে দুটি সেতু আমাদের জন্য যথেষ্ট না। এটি বাস্তায়নে আমাদের ওয়াদাও ছিল। আমি আশা করছি আগামী নির্বাচনের আগেই কর্ণফুলী সেতুর নির্মাণকাজ শুরু হবে। এ সেতু নির্মাণে আমাদের বিদেশী অর্থের প্রয়োজন ছিল। বিভিন্ন কারণে বিদেশী ফান্ড বাধাগ্রস্ত হয়েছে, এ জন্য বিলম্ব হয়েছে। এখন এটির প্রসেস হয়েছে, ভূমি অধিগ্রহণ হয়েছে, অর্থ

অপারেটিং লাইসেন্স দিতে অপারগতা প্রকাশ করা হয়। বিপুল বিনিয়োগের এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু হলে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হতো বলে ব্যবসায়ীরা মনে করেন। পাশাপাশি বিদেশীদের যাতায়াত বাড়াতে চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নিত করা হয়। কিন্তুআন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সগুলোর অনুপস্থিতির কারণে বর্তমানে এ বিমানবন্দরে মোট ক্ষমতার মাত্র ২৫ শতাংশ ব্যবহার করা হচ্ছে। এ সরকারের আমলে এই বিমানবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ বিমান ছাড়াও বিদেশী তিনটি এয়ারলাইন্সের উড়োজাহাজ চলাচল শুরু হয়। ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুরের সিল্ক এয়ার এবং থাইল্যান্ডের পুকেট এয়ার যাত্রীস্বল্পতার কারণে এখান থেকে তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে। একমাত্র থাই এয়ারের সপ্তাহে তিনটি করে ফ্লাইট এখন চলাচল করছে।

এশিয়ান উইম্যান ইউনিভার্সিটি ও ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার

গত বছরের ১৩ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী উত্তর পাহাড়তলীর ১২৫ একর পাহাড়ি এলাকাজুড়ে প্রস্তাবিত এশিয়ান মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ এ বছরের মধ্যে শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু নির্মাণ ব্যয়ে অর্থ সংস্থান নিয়ে জটিলতার কারণে সেখানে শুধু চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের রাস্তাঘাট ছাড়া আর কোনো কাজই হয়নি।

‘ বাণিজ্যিক নগরী হিসেবে চট্টগ্রাম ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। ব্যবসা বাণিজ্যের অনেক মাইগ্রেশন হয়েছে এখান থেকে।’

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী
সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী ও জেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে প্রায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩ তলাবিশিষ্ট অত্যাধুনিক চট্টগ্রাম ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নির্মাণকাজ চলতি মাসের শেষের দিকে শুরু হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার কথা রয়েছে। নির্মাণকাজের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে ইতিমধ্যে সিডিএ, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন, বাখরাবাদ গ্যাস বিদ্যুৎসহ বিভিন্ন বিভাগ, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এসোসিয়েশন নিউইয়র্কের অনুমোদনও নেওয়া হয়েছে বলে

দেওয়া হয়েছে, ইনশাল্লাহ্ আমাদের অর্থায়নে সেতুর কাজ শুরু হয়ে যাবে। কুয়েত ফান্ডসহ আমাদের অর্থায়নে অচিরেই কর্ণফুলী সেতুর নির্মাণকাজ শুরু হবে।

সাপ্তাহিক ২০০০ : তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু বাস্তবায়নে আপনাদের জোরালো দাবি ছিল সত্যি, কিন্তু কী কারণে তা আলোর মুখ দেখেনি? অভিযোগ রয়েছে অর্থমন্ত্রীর বৈষম্যমূলক আচরণ নিয়ে, আসলেই কি তাই?

আবদুল্লাহ আল নোমান : না, অর্থমন্ত্রীর বৈষম্যমূলক আচরণ এখানে ছিল না। এটি বক্তব্যে অনেকেই বলে। আমি যেটুকু জানি, দুটি বিদেশী কোম্পানি কাজটি করার জন্য চেয়েছিল। কিন্তু টেন্ডার না হয়ে বিষয়টি জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে ভবিষৎ এ নিয়ে মামলা হবে, এ জন্য কে দায়ী না প্রশ্ন আসবে। তাই স্বচ্ছতার জন্য এখানে প্রক্রিয়াটি করতে একটু বিলম্ব হয়েছে। বিলম্বের কারণ হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য। বিলম্ব হলেও কর্ণফুলী সেতু হবে। কর্ণফুলী সেতু আমাদের প্রয়োজন। এটি হবে তবে এটিকে নিয়ে অনেকেই রাজনীতি করতে চাইবে। আমরা মনে করি, আমাদের যে সদিচ্ছা এটি যখন আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে এবং কাজ শুরু হবে তখন আমাদের বিরুদ্ধে রাজনীতির যে স্লোগান আনার অপচেষ্টা তা থাকবে না। সাধারণ জনগণ এবং আমাদের নিজস্ব কর্মীদের মনেও এ নিয়ে কষ্ট আছে। তবে আমদের আন্তরিকতার বিষয়টি বুঝতে পারলে তা লাগব হয়ে যাবে।

সাপ্তাহিক ২০০০ : চট্টগ্রামবাসীর প্রাণের দাবি পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় জোট সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ। আগামী নির্বাচনে চট্টগ্রামবাসীর জোট সরকারকে প্রত্যাখ্যান করার কথাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চট্টগ্রামের মেয়র নির্বাচনে জোট প্রার্থীর শোচনীয় পরাজয়। এসব ব্যর্থতার দায়ভার কাঁধে নিয়ে আগামী নির্বাচনে চট্টগ্রামে আপনারা কতটুকু সফল হবেন বলে মনে করেন?

আবদুল্লাহ আল নোমান : চট্টগ্রামের মানুষ জাতীয়তাবাদী আদর্শের সপক্ষে। এটি চট্টগ্রামের মানুষ বারবার প্রমাণ করেছে। আমি মনে করি আগামী নির্বাচনে আমাদের দলের অবস্থান আরো ভালো হবে। কারণ চট্টগ্রামের জনগণের বিরুদ্ধে এমন কোনো অপরাধমূলক কাজ করিনি যে কারণে জনগণ আমাদের ভোট দেবে না। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এখানে প্রকাশ্যে খুন, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, অপহরণ, রাহাজানি চলছিল। আমি আজ দ্বের্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই, আমাদের সময়ে আমাদের দল কিংবা সরকার সেরকম কোনো কর্মকান্ডে লিপ্ত নেই।

আমি আশা রাখি, চট্টগ্রামবাসী আমাদের মূল্যয়ান করবে। আসলে চট্টগ্রামে উন্নয়ন হয়নি এটি আলোচনা মাত্র। সামগ্রিকভাবে দেখলে চট্টগ্রাম আগের তুলনায় পিছিয়ে নেই, এগিয়ে গেছে। তবে এই এগিয়ে যাওয়ার পেছনে একটি সরকার এখানে কাজ করেছে। সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নকে অনেকে সরকারের বাইরের উন্নয়ন মনে করে। এটা সরকারের বাইরের কিছু না। সিটি কর্পোরেশনকে সরকারই টাকা দিচ্ছে। কর্পোরেশনের আওতাধীন আমরা যারা সাংসদ আছি আমরা তো প্রধানমন্ত্রী থেকে বিশেষ বিশেষ বরাদ্দ এনে দিচ্ছি। কিছু দিন আগেও ৯৫ কোটি টাকা দিয়েছি। সিটি কর্পোরেশনের যে উন্নয়ন সেটি আমাদেরই উন্নয়ন, সরকারেরই উন্নয়ন। সিটি কর্পোরেশন সরকারের একটি অংশ। সিটি মেয়র গাড়ি দৌড়াচ্ছে, পুলিশ ঘোরাচ্ছে-সবই তো সরকারের। আর আপনি যে মেয়র নির্বাচনের কথা বলেছেন এটা স্থানীয় সরকারের নির্বাচন। স্থানীয় নির্বাচন এবং জাতীয় নির্বাচনে ভিন্নতা আছে। জাতীয় নির্বাচনে রাজনৈতিকভাবে মানুষ ভোট দেয়।

সাপ্তাহিক ২০০০ : কর্ণফুলী সেতু বাস্তবান না হলে আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না বলে যে বক্তব্য আপনি সম্প্রতি রেখেছেন তা কীসের আলোকে?

আবদুল্লাহ আল নোমান : আসলে চট্টগ্রামের মানুষ আমাকে ভালোবাসে। সেটা চট্টগ্রামের মানুষ বারবার প্রমাণ করেছে। যে কটা দিন বেঁচে থাকব, চট্টগ্রামবাসীর সুখ-দুঃখে পাশে থাকবো। আমি মাঠে-ময়দানে রাজনীতি করি। আর আপনি যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলছেন তা দল, রাজনীতি ও জনগণের স্বার্থে করতে হয়। আমি আগেই বলেছি, কর্ণফুলী সেতু আমাদের প্রয়োজন। কর্ণফুলী সেতু অবশ্যই হবে। তবে কিছু জটিলতার কারণে বিলম্ব হচ্ছে। অলরেডি ফান্ড দেওয়া হয়েছে। তারপরও আমাদের সরকার কর্ণফুলী সেতু অবাস্তবায়নের ব্যাপারে যদি একেবারে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলে তাহলে আমি চট্টগ্রামবাসীর স্বার্থে আগামী নির্বাচনে অংশ নেব না।

জানা গেছে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার নির্মাণের জন্য চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি বরাবর আগ্রাবাদ এলাকায় ৭৪ কাঠা জমি বরাদ্দ দেওয়া হয় গত বছর। ১৯৯৪ সালে এটি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও ভূমি সংক্রান্ত ও আমলাতান্ত্রিক নানা জটিলতার কারণে এতদিন বন্ধ ছিল। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, নির্মিতব্য ভবনে ১ লাখ ৬৮ হাজার বর্গফুট জায়গায় স্থায়ী প্রদর্শনী হলের ব্যবস্থা থাকবে।

চট্টগ্রামকে পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যিক রাজধানীতে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. সা'দত হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির দেওয়া ১৬ দফা প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার নির্মাণ প্রসঙ্গ। ১৯৯৯ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার একটি স্থাপত্য প্রতিষ্ঠানের তৈরি মডেল অনুযায়ী দুই পর্বে এটি নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। প্রথমে ট্রেড ফ্যাসিলিটিজসহ ১১ তলা নির্মাণ করা হবে, পরে শপিং মল ও হোটেল। দুই পর্বে এটি ২৩ তলা পর্যন্ত তোলা হবে। শুরুতে এর নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছিল ২৫০ কোটি টাকা। পরবর্তীতে মডেল পরিবর্তন হওয়ায় নির্মাণ ব্যয় ৫০ কোটি টাকা কমে যাবে বলে চেম্বার সূত্র জানিয়েছে।

যোহরা পানি শোধানাগার প্রকল্প

অবশেষে সরকারি অর্থায়নে শুরু হচ্ছে চট্টগ্রাম ওয়াসার যোহরা পানি প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। তিন বছর অপেক্ষার পর আগামী ডিসেম্বরের মাঝামাঝি প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। বর্তমানে প্রকল্পটির টেন্ডারে অংশ নেওয়া দেশী-বিদেশী ৮টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ওয়াসার পানি সরবরাহ বাড়বে ২ কোটি গ্যালন। জাপান সরকার এ প্রকল্পের জন্য প্রতিশ্রুত অর্থঋণ সহায়তা দিতে অনীহা প্রকাশ করায় প্রকল্প ব্যয়ে আনা হয়েছে বড় ধরনের পরিবর্তন। পূর্বনির্ধারিত ৫০০ কোটি টাকার প্রকল্প ব্যয় সংকোচন করে নির্ধারণ করা হয়েছে ১৯৭ কোটি টাকা। ২০০৩ সালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যোহরায় পানি সরবরাহ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। চট্টগ্রামে পানি সমস্যার সমাধানে ৩ বছরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। কিন্তু নির্ধারিত সময় প্রায় পেরিয়ে যাচ্ছে অথচ প্রকল্পের কাজ শুরুই করা যায়নি। যথাসময়ে মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ বরাদ্দ না পাওয়া এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়। চট্টগ্রাম ওয়াসার চিফ ইঞ্জিনিয়ার মোঃ শফিকুল ইসলাম জানান, আগামী ডিসেম্বর মাসেই প্রকল্পের কাজ শুরু করার জন্য প্রাথমিকভাবে তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০০৮ সালের মাঝামঝি প্রকল্পের কাজ শেষ হবে।

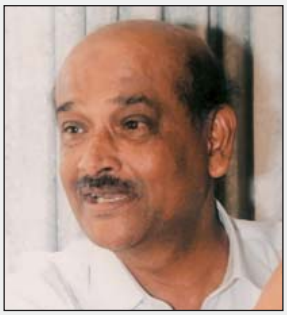

'এটাকে আমি বোম সরকার বলবো'

আকতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু
চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি

সাপ্তাহিক ২০০০ : জোট সরকারের ৪ বছরের শাসনামলে চট্টগ্রামে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন কতটুকু হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

আকতারুজ্জামান বাবু : কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের তো প্রশ্নই আসে না। চট্টগ্রামবাসীর উপলব্ধি করার মতো কোনো উন্নয়ন জোট সরকার করেনি।

সাপ্তাহিক ২০০০ : বিএনপি, আওয়ামী লীগ সব রাজনৈতিক দলই চট্টগ্রামবাসীর সঙ্গে প্রতারণা করেছে। প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কাজ হয়নি। কোনো সরকারের আমলেই চট্টগ্রামের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়নি । আপনি কী মনে করেন ?

আকতারুজ্জামান বাবু : আওয়ামী লীগ প্রতারণা করেছে সেটা ঠিক নয়। আওয়ামী লীগ সরকার চট্টগ্রামে যথেষ্ট উন্নয়ন করেছে। যেমন চট্টগ্রাম বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তর, শঙ্খ নদীতে তৈলার দ্বীপ সেতু নির্মাণসহ জেলায় অবকাঠামোগত যথেষ্ট উন্নয়ন করেছে। তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু করার ব্যাপারেও আমাদের সরকারের পদেক্ষপ ছিল, কিন্তু সময় না থাকায় তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। কিন্তু বিএনপি সরকার '৯১ সালেও ক্ষমতায় ছিল। সে সময়ও তারা কিছু করেনি। ২০০১ সালের নির্বাচনেও চট্টগ্রামবাসীর কাছে নির্বাচনী ওয়াদা দিয়েছিল। কিন্তু এবারও তারা কিছু করেনি। অথচ চট্টগ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন তারাই পেয়েছে। চট্টগ্রামে বেশি মন্ত্রী দিয়ে স্থানীয় জনগণকে খুশি করেছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করেনি। তাদের নির্বাচনী ওয়াদা, এবং চট্টগ্রামবাসীর প্রাণের দাবি ছিল তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু বাস্তবায়ন, কিন্তু চট্টগ্রামবাসীর সঙ্গে জোট সরকার প্রতারণাই করেছে। তাদের উন্নয়ন কাগজে কলমে এবং ফলক উন্মোচনেই সীমাবদ্ধ রেখেছে।

সাপ্তাহিক ২০০০ : জোট সরকার তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু ও বাণিজ্যিক রাজধানীসহ বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিলেও তা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। আগামীতে আপনাদের দল ক্ষমতায় গেলে এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন কি?

আকতারুজ্জামান বাবু : আমাদের সরকার আগামীতে ক্ষমতায় এলে প্রথমেই চট্টগ্রামবাসীর প্রাণের দাবি তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু বাস্তবায়ন করবো, বাকি উন্নয়ন গুরুত্বের ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে করা হবে ইনশাল্লাহ।

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনার দল আওয়ামী লীগ ৫ বছর ক্ষমতায় ছিল, সে সময়ই তো চট্টগ্রামে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন করেনি। এর কারণ কী?

আকতারুজ্জামান বাবু : আওয়ামী লীগ আমলে উন্নয়ন হয়নি এটা ঠিক নয়। আমাদের সরকারের আমলে অনেক উন্নয়ন হয়েছে।

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনারা আগামী নির্বাচনে জয়ী হতে চট্টগ্রামবাসীকে কি আশ্বাসের বাণী শোনাবেন ?

আকতারুজ্জামান বাবু : জোট সরকারকে চট্টগ্রামবাসী চিনে ফেলেছে। জোট সরকার কী চট্টগ্রামের জনগণ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে। চট্টগ্রামবাসীর সঙ্গে তারা কীভাবে প্রতারণা করেছে জনগণ তা উপলব্ধি করছে। আমরা জনগণকে বোঝাচ্ছি। তারা ক্ষমতায় আসছে লুটপাট করে, খাওয়ার জন্য। দেশবাসীকে কোথায় নিয়ে গেছে। এই সরকারকে তো আমি জোট সরকার বলবো না, এটাকে আমি বোম সরকার বলবো। দেশটিকে উগ্র সাম্প্রদায়িক দেশে পরিণত করেছে।

এদিকে গত বছরের ১৯ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া চট্টগ্রামের আউটার স্টেডিয়ামে বক্তৃতা দেওয়ার আগে সাতটি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এর মধ্যে ফয়'স লেককে আকর্ষণীয় বিনোদন কেন্দ্রে রূপান্তর এবং জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ সম্প্রসারণ ছাড়া আর কোনটির কাজ শুরু হইনি।

অন্যদিকে, সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নামে অন্য কোনো প্রকল্পের রাঙ্গুনিয়ায় একটি স্মৃতি কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম নগরীতে একটি স্মৃতি জাদুঘর, একটি শিশু পার্কসহ মোট চারটি স্থাপনা রয়েছে। কিন্তু তার পরও জিয়ার স্মৃতি ধরে রাখতে প্রায় ১৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কালুরঘাট বেতার সম্প্রচার কেন্দ্রের জমিতে তৈরি করা হচ্ছে জিয়া স্মৃতি কমপ্লেক্স। এর মধ্যে জমির দাম ১০০ কোটি এবং বাকি টাকা নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে।